ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২৯ বর্ষ ২৩তম সংখ্যা

১ পৌষ ১৪২২, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১ ডিসেম্বর ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের সদস্যবৃন্দের একটি বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়।

উপাচার্যের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি

পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন ও সার্কের সদস্যপদ বাতিল করা হোক- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন ও সার্ক থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন। একইসাথে তিনি জাতিসংঘ থেকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে বহিস্কারের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। বিজয় র‍্যালি শেষে স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে উপাচার্য এ ব্যাপারে সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জোর দাবি জানান।

গত ১ ডিসেম্বর ২০১৫ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে এক বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়। র‍্যালিটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে সমাবেশ স্থলে উপাচার্য উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। র‍্যালিতে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রভোস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা চত্বরে উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩০ লক্ষ শহীদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মাহুতির কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর চেতনা-সমৃদ্ধ যুদ্ধাপরাধী মুক্ত বাংলাদেশে সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সত্যের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর আদর্শ ধারণ করে দেশকে ভালোবাসতে হবে, মানুষকে ভালোবাসতে হবে, আমাদেরকে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং বিজয় অর্জিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তানিরা বিভিন্ন ধরণের অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত ছিল। তারা ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত নির্মমভাবে বুদ্ধিজীবীসহ অনেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ ছিল বিশ্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আজ তারা নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছে।

ফাইন্যান্স কমিটির নতুন সদস্য মনোনীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিক্যাল ৩১(১)(সি) অনুযায়ী পরিসংখ্যান, প্রাণপরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মো: লুৎফর রহমানকে গত ২২ নভেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।

একইসাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিক্যাল ৩১(১)(জি) অনুযায়ী একই সিন্ডিকেট সভায় ফাইন্যান্স কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এবং একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানকে মনোনীত করা হয়েছে।

ফাইন্যান্স কমিটির প্রথম সভার তারিখ থেকে তাদের কার্যকালের মেয়াদ হবে দুই বৎসর।

বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্রাণিকুল বা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে- উপাচার্য

বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির ১৯তম দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "Zoonotic Diseases in Bangladesh"। বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করে।

বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও সাবেক সচিব সুনীল কান্তি বোস বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞানী তৌহিদউদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আনোয়ারুল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এম নিয়ামুল নাসের।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দেশকে এগিয়ে নিতে চায়। নিরলসভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সহিংসতা প্রতিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ জরুরী-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাবি উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত "What Works, What needs to be done: Interrogating VAW&G prevention mechanism in Bangladesh" শীর্ষক দিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখছিলেন।

সামাজিক ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে শিক্ষা। তাই নিজ নিজ পরিবার তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের সঠিকভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে সন্তানদের ভাল মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। সমাজ ও দেশকে আলোকিত করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজ থেকে সকল অন্ধকার দূর করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী আয়শা খানমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ মো. শাহেব ইমতিয়াজ স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, হত্যা, ধর্ষণ, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ সকল এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের মানসিকতার উন্নয়ন ঘটাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে সমতার দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দু'দিন-ব্যাপী ২য় আন্তর্জাতিক বোস কনফারেন্স

বিজ্ঞানী এস এন বোস ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী-উপাচার্য

ঢাবি বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে "Recent Trends in Physical Sciences" শীর্ষক ২য় আন্তর্জাতিক বোস কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্র নাথ বোসের জীবন ও কর্মের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এস এন বোসের ছাত্র অধ্যাপক পার্থ ঘোষ। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি হিসাবে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস-এর প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ড. এ এম হারুন-অর-রশিদ এবং বর্তমান পরিচালক অধ্যাপক ড. শামীমা কে চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কনফারেন্স আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব ড. ইশতিয়াক এম সৈয়দ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মকা- গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে

কাজ করে যাচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানী এস এন বোস স্মরণে এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এস এন বোস পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দু'দিন-ব্যাপী এই আন্তর্জাতিক বোস কনফারেন্সে আগত দেশী-বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিজ্ঞানী এস এন বোস ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাও করেছেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মত বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মান ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণের ওপর সব সময় জোর দিয়েছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ বছর শিক্ষকতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গোটা বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে তাঁর অবদান অমর হয়ে থাকবে।

নৈতিকতা বিষয়ক সেমিনার

ঢাবি নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে "ঋগ্বেদে নৈতিকতা" শীর্ষক এক বিশেষ সেমিনার গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ আর.সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সেমিনারে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. অসীম সরকার।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

রোকেয়া দিবস-২০১৫ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের উদ্যোগে গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বুধবার সকালে রোকেয়া হল চত্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। এতে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক- উপাচার্য

* ১ম পৃষ্ঠার পর

হামিদুর রহমান কমিশনেই গণহত্যার দালিলিক তথ্য প্রমাণ রয়েছে। উপাচার্য আরও বলেন, এমন বিবৃতি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ। এরপর পাকিস্তানিদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখার কোন সুযোগ নেই। তাই অবিলম্বে পাকিস্তানের সাথে সকল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক। সার্ক থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ বাতিল করা হোক। মানবাধিকারের প্রবক্তা জাতিসংঘ থেকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে বহিস্কারের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। এই দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, ছাত্রদের, বাংলাদেশের সকল জনগণের। একই সাথে উপাচার্য ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পাকিস্তানের কোন সম্পর্ক থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-প্রতিনিধি পাকিস্তানে যাবে না।

পরিশেষে স্বাধীনতা চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মুক্তির গান, বিজয়ের গান।

প্রাণিকুল বা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে- উপাচার্য

* ১ম পৃষ্ঠার পর

পৌঁছানোর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কাজে শামিল হওয়ার জন্য তিনি বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নানা সংঘাত ও সহিংসতার চিত্র তুলে ধরে বলেন, পৃথিবীতে একজন মানুষ আরেকজনকে খুব সহজেই হত্যা করছে। অথচ একই প্রজাতির পশু কখনো নিজেদের মধ্যে হত্যাকান্ড চালায় না। হত্যাকারীদের অমানুষ হিসাবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, প্রাণিকুল বা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ব সভ্যতা সন্ত্রাস, সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার কারণেই আজ সংকটের মুখে পড়েছে। গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিবিজ্ঞানীদের এ সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনের ক্ষেত্রেও তাদের কাজ করতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক শিক্ষাই সকল সামাজিক ব্যাধির প্রতিষেধক হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক ও সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য মহান বিজয়ের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর অসাধারণ অবদানের কারণেই আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

'শকুন্তলার পুনর্মিলনী' প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী

চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে গত ১৬ নভেম্বর প্রাচ্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান শিল্পী ড. মলয়বালার একক "শকুন্তলার পুনর্মিলনী" শীর্ষক প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী এবং দিকদর্শন প্রকাশনার পরিচালক রতন চন্দ্র পাল।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিল্পকলা চর্চা চেতনা বিকাশের নান্দনিক একাডেমিক মাধ্যম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুমাত্রিক ঐতিহ্যপূর্ণ নানা বিষয়ের ডিসিপ্লিনের মত চারুকলা অনুষদের আটটি বিভাগ শিল্পকলা শিক্ষার মাধ্যমে শাণিত করে চলেছে মুক্তচিন্তা ও সংস্কৃতি। এই চিন্তন ভাবনার মাধ্যমে সমাজে পৌঁছে যাচ্ছে শুভ বার্তা। উপাচার্য বলেন, মানবসৃষ্ট সমসাময়িক বাস্তবতার মাঝে আমরা তাই চারুকলার এই চত্বর থেকে উজ্জীবিত হই, উদ্বুদ্ধ হই। সচেতনতার বার্তা শিল্পীর চোখে পৌঁছে যাচ্ছে সমাজের নানা স্তরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। উপাচার্য বলেন, চারুকলা থেকে সংস্কৃতির যে শক্তি আমরা লাভ করি, তা দিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাতে সহিংসতার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঘৃণার জন্ম হবে, আমরা মানবতার শত্রুদের ঘৃণা করি। মানবতার জয়গান গেয়ে আমরা এগিয়ে যাব। এই চেতনা রবীন্দ্রনাথের, এই চেতনা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উপাচার্য চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। প্রদর্শনীতে প্রাচ্যরীতির বিভিন্ন মাধ্যম ও শিল্প অনুভূতির নানা প্রবণতা, প্রাচ্যচিত্রকলার ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ নিয়ে প্রকৃতির শোভা ও শকুন্তলার সৌন্দর্য একিভূত করে সিরিজ এঁকেছেন মলয় বালা। এতে নব্য বেঙ্গল ঘরানার জলরং ওয়াশ পদ্ধতিতে হাতে তৈরী কাগজে শিল্পকর্মগুলো শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যকে প্রকাশ করেছে। প্রদর্শনী চলে ১৬ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

নৈতিকতা বিষয়ক সেমিনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত হওয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে নৈতিকতার চরম সংকট চলছে। সমাজের মেধাবী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাই অন্যায়-অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মেধাবীর চেয়ে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের বেশী দরকার। নতুন প্রজন্মকে নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'মরাল এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড' চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে আমাদের নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

শওকত আনোয়ার-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

প্রবীণ সাংবাদিক শওকত আনোয়ার-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, তাঁর মৃত্যুতে জাতি এক নির্ভীক ও নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিককে হারালো। তিনি জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন 'খেলাঘর'র একজন সংগঠক ছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত অনুসারী হিসেবে ক্রান্তিকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠনে অগ্রনি ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। শিশুদের কল্যাণে তাঁর অবদান এবং বাঙালি জাতিয়তাবাদী চেতনা বিকাশে তাঁর কর্মোদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য সাংবাদিক শওকত আনোয়ারের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব শওকত আনোয়ার দৈনিক পাকিস্তানে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। দৈনিক পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধের পর দৈনিক বাংলায় রূপান্তরিত হলে বিলুপ্তি পর্যন্ত এই সংবাদপত্রেই ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করার পর চিফ রিপোর্টার হন। পরবর্তীতে তিনি দৈনিক মাতৃভূমি পত্রিকায়ও উচ্চতর পদে কর্মরত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শওকত আনোয়ার গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁকে বনানী

তোফাজ্জল হোসেন-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, সাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তোফাজ্জল হোসেন-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম সারির একজন ভাষা সংগ্রামী। ১৯৫৩ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদিত অমর একুশের প্রথম সংকলনের দ্বিতীয় গানটি গীতিকার তোফাজ্জল হোসেনের। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান গণমাধ্যমে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে আছে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে সরকার ও গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন।

উপাচার্য ভাষাসৈনিক তোফাজ্জল হোসেনের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তোফাজ্জল হোসেন কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির তালেশ্বর গ্রামে ১৯৩৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে সেন্টগ্রেগরি হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক এবং ১৯৬০ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

উল্লেখ্য, তোফাজ্জল হোসেন গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ বার্ধক্যজনিত কারণে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন্স এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৫জন শিক্ষক এবং ১৭জন শিক্ষার্থী

২০১৩ সালের বিএস সম্মান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ১৭জন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন্স এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। এছাড়া, পুস্তক রচনা ও মৌলিক গবেষণায় অসাধারন অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষদের ৫জন শিক্ষককে ডিন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বুধবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ডিন্স এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাসিমা ফেরদৌস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মণ্ডল। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ নিজ নিজ বিভাগের এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থাপন করেন। গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. চন্দ্র নাথ পোদ্দার এবং পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মিসেস জাহিদা গুলশান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দায়বদ্ধ থাকার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মুক্ত-চিন্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। তিনি নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত হওয়ার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় তাদের একাডেমিক ফলাফল দেশ বা সমাজের কোন কাজে আসবেনা। তিনি সকল স্বার্থপরতা পরিহার করে দেশ গঠনে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- গণিত বিভাগের অধ্যাপক শাপলা শিরিন, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড . মোহাম্মদ আবুল হোসেন, পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম আকন্দ, রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক এবং পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাহফুজুর রহমান খোকন।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - আরমিন আনোয়ার (পদার্থবিজ্ঞান), খাদিজা খাতুন, ফয়জুননেসা খোন্দকার, ফারহানা আকন্দ প্রমি, মো: রবিউল আউয়াল (গণিত), মো: সাইফুল ইসলাম, মো: আমজাদ হোসেন (রসায়ন), মিরাজুল ইসলাম, নাসরিন সুলতানা, নাজিবা আকতার, আশীস তালুকদার, জর্জিনা জাকির (পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান), মো: তুহিন শেখ, তাহমিনা আকতার, সিলভি পিংকি চক্রবর্তী, সাজরাতুল আলম এবং ফারহা ফেরদৌস শিলা (আইএসআরটি)।

নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে "ঋণবেদে নৈতিকতা" শীর্ষক এক বিশেষ সেমিনার গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ আর.সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে।

গতকাল ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হল ইউনিট বাঁধন-এর উদ্যোগে 'নবীন বরণ ও রক্তদাতা সম্মাননা-২০১৫' অনুষ্ঠান হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার। ছবিতে অতিথিদের সাথে রক্তদাতা ও নবীন সদস্যদের দেখা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৪-২০১৫ সেশনের মাস্টার্স ইন গর্ভনেন্স স্টাডিজ (এমজিএস) প্রোগ্রামের ৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান গত ৩০ অক্টোবর ২০১৫ মোজাম্মফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমজিএস প্রোগ্রামের পরিচালক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন ব্যাপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। এ উপলক্ষ্যে 'Promise' শীর্ষক একটি প্রকাশনারও মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

গুয়েতেমালার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গুয়েতেমালার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস ফার্নান্দো ক্যারেরা ক্যাস্ট্রো গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। উল্লেখ্য, মি. লুইস ক্যাস্ট্রো জাতিসংঘে নিযুক্ত গুয়েতেমালার প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি, গুয়েতেমালার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব এবং ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ ও ইউএনওপিএস-এর নির্বাহী পরিচালনা বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে জনসংখ্যা গবেষণা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউএনএফপিএ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখার কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা গতিশীল করার ব্যাপারে তারা আলোচনা করেন। ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধি গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পরে, গুয়েতেমালার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস ফার্নান্দো ক্যারেরা ক্যাস্ট্রো নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে "Sustainable Development Goals (SDGs) and the New Financing Architecture: Implications for Nations of the South" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মো: আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদল

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সার্গেই ডোনচেংকো-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য ছিলেন ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের প্রটোকল অফিসার ভেরোনিকা মিনিনা।

এসময় ঢাবি বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক রূপা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে একাডেমিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের মধ্যে শিক্ষার্থী বিনিময় প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচী গতিশীল করতে ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাস উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে বলে উপাচার্যকে জানানো হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদল

অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্কুয়ারি ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ম্যাক্কুয়ারি ইন্টারন্যাশনালের সিনিয়র কান্ট্রি ম্যানেজার (দক্ষিণ এশিয়া) তানভীর শহীদ এবং অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশনের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মুস্তাফিজুর রহমান।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্কুয়ারি ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ল', বিজনেস ও ক্রিমিনোলজি বিষয়ে যৌথ মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ভারতের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির ন্যাশনাল ডিরেক্টর শ্রী বি. এল. ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জগন্নাথ দাদগিরি এবং আসাম সরকারের প্রাক্তন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জে. এন. পাটোয়ারী। এ সময় বাংলাদেশ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ড. মোহাম্মদ আবদুল হাই উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পরস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিশ্বে নানা ধর্মের মানুষ রয়েছে। এসব ধর্মের মধ্যে কোন বিভেদ নাই। সকল ধর্মই মানবতার কথা বলে, শান্তির কথা বলে। কিন্তু বর্তমানে বহু রাষ্ট্রে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে। ধর্মের নামে আইএস যা করছে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল

যুক্তরাষ্ট্রের গর্ডন থমাস হানিওয়েল গভর্ণমেন্টাল এ্যাফেয়ার্স-এর প্রেসিডেন্ট টিম শেলবার্গ-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য ছিলেন লিউনার্ড জে. গোরেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে ঢাবি জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শরীফ আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের ডিএনএ ল্যাবের উন্নয়ন এবং 'জেনম সিকোয়েন্স' বিষয়ক গবেষণার আধুনিকায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা গতিশীল করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দলের সহায়তা চান। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের গর্ডন থমাস হানিওয়েল গভর্ণমেন্টাল এ্যাফেয়ার্স-এর মধ্যে 'জেনম সিকোয়েন্স' বিষয়ক যৌথ গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ স্টেট ইউনিভার্সিটির রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তাপস কর গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এম. ইমদাদুল হক এবং অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. মুনাওয়ার সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ স্টেট ইউনিভার্সিটির সার্বিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "মডেলিং এন্ড সিমুলেশন সেন্টার" স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়ে মত বিনিময় করেন। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত প্রকাশ করেন। এসময় অধ্যাপক ড. তাপস কর উটাহ স্টেট ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে "মডেলিং এন্ড সিমুলেশন সেন্টার" স্থাপনে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক

অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেশন ইউনিভার্সিটির ব্যবসা ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদেল কে হালাবি গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেশন ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

গুয়েতেমালার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস ফার্নান্দো ক্যারেরা ক্যাস্ট্রো গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেশন ইউনিভার্সিটির ব্যবসা ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদেল কে হালাবি গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির ন্যাশনাল ডিরেক্টর শ্রী বি. এল. ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সার্গেই ডোনচেংকো-এর নেতৃত্বে ২-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ স্টেট ইউনিভার্সিটির রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তাপস কর গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এম. ইমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গর্ডন থমাস হানিওয়েল গভর্ণমেন্টাল এ্যাফেয়ার্স-এর প্রেসিডেন্ট টিম শেলবার্গ-এর নেতৃত্বে ২-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাবি-এ জার্মান শ্রেণীকক্ষের উদ্বোধন

ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জার্মান ভাষা কোর্সের সম্প্রসারিত ও সংস্কারকৃত শ্রেণীকক্ষ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই শ্রেণীকক্ষ উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. থমাস প্রিন্স অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এসময় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইফফত আরা নাসরীন মজিদ এবং বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি সিমেন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইন্দ্রানী লাহিড়ী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশ এবং জার্মানীর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক এস এন বোস এবং বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন পার্টিক্যালস্ ফিজিক্স বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণা করেছিলেন। দু'দেশের এই ঐতিহ্যবাহী একাডেমিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে জার্মান ভাষা কোর্স কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানীর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যৌথ-শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা প্রদানের জন্য জার্মান রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. থমাস প্রিন্স জার্মান ভাষা কোর্সের শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন জার্মান কোম্পানি তথা জার্মানীতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জার্মান ভাষা বিভাগের সম্প্রসারিত ও সংস্কারকৃত শ্রেণীকক্ষ উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ক্লাশরুম উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. থমাস প্রিন্স উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের আয়োজনে বিভাগের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী '১০ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব-২০১৫'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উৎসবের উদ্বোধন করেন। ছবিতে উপাচার্যকে প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপিকে উৎসব স্মারক প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

সপ্তাহব্যাপী '১০ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব-২০১৫' অনুষ্ঠিত

'শিল্পের মুক্ত ভাষা অভিমুখে' স্লোগান নিয়ে ঢাবি থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের আয়োজনে বিভাগের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী '১০ম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব-২০১৫'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান এবং ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি স্টার'র সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উদ্বোধনী বক্তব্যে বিজয়ের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের এবং একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা আরও গতিশীল করে উন্নত থেকে উন্নততর করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। সংস্কৃতির সাথে শিক্ষা যুক্ত করলে মুক্ত ভাষার অভিমুখে আমাদের অভিযাত্রা এগিয়ে যাবে। শিক্ষাকে অর্থবহ করতে সত্যনিষ্ঠ থাকতে হবে। সততা ও সংস্কৃতি ছাড়া শিক্ষার মূল্য নেই। সত্যই এক্ষেত্রে বড় শক্তি, সততার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্ররা ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পেরেছে।'

মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ। গবেষণার মাধ্যমে তার স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে। বাংলাদেশ শুধু অর্থনীতিতে নয়, নাটকেও উন্নতি করেছে। আমাদের শেখানোর কেউ ছিল না, সেই দিক থেকে বলা যায় আমরা স্বশিক্ষিত নাট্যকর্মী। এখন নাট্যকলা, সংগীত বিভাগ খুলেছে। তিনি আরও বলেন, 'সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ দূর করতে হবে, বাংলাদেশে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। সরকার এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দিবে। তরুণদের এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই সংস্কৃতি চর্চা শুরু করতে হবে।'

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসবের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

'দ্য ডেইলি স্টার'র সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, 'এই ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র যখন স্থাপিত হয় তখন আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আজ অতিথি হয়ে এসেছি। সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আমরা ছাত্রজীবন থেকে কাজ করে গেছি। এই গৌরব অব্যাহত রাখার জন্য এখনকার ছাত্রদেরও কাজ করে যেতে হবে। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই মানুষের মানবিক বোধ ও উন্নত মানসিকতা সৃষ্টির পথ সুগম হয়।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে উদ্বোধনী নৃত্য প্রদর্শনী হয়। মঞ্চস্থ হয় মার্টিন শেরম্যানের নাটক 'দ্য বেস্ট'। এ ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চস্থ হয় আরও ছয়টি নাটক। উৎসব চলে ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

ঢাবি ক্লাবের আয়োজনে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ 'বাউল সন্ধ্যা ও পিঠা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অথিতিদের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে।

কবি সুফিয়া কামাল হল বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাবি কবি সুফিয়া কামাল হল বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার ২০ লাখ টাকার একটি চেক গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। হলের নিজস্ব আয় থেকে অনুদানের এই চেক প্রদান করা হয়।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং হলের আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হলের ১জন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এছাড়া, হলের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ইবিএল-ডিইউএএ বৃত্তি পেলেন ৩৯০জন শিক্ষার্থী

বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৩৯০জন শিক্ষার্থী "ইবিএল-ডিইউএএ বৃত্তি" লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের অ্যালামনাই ফ্লোরে এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি রকীব উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ (ইবিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের মহাসচিব দেওয়ান রাশিদুল হাসান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মেধার সঙ্গে দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও সততার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তরুণ প্রজন্মকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হবে। জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। যদি এর অপব্যবহার করি তাহলে এক সময় আমরা হোঁচট খাবো। তিনি বলেন, প্রকাশ্যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটাতে হবে। এটা গোপন রাখার জিনিস নয়। ছাত্রদের উচিত জ্ঞানের যথাযথ প্রকাশ ঘটানো। আমাদের প্রত্যেকের উচিত গোটা বিশ্বকে অনেক গভীর থেকে জানা। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বাড়াতে গবেষণার বিকল্প নেই। আর এই গবেষণার মাধ্যমেই আমাদেরকে বিশ্বে স্থান করে নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেটি একটি দেশ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। দেশ গড়ার কাজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

অবসরপ্রাপ্ত ৩৮জন শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের অবসর গ্রহণকারী ৩৮জন শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর ২০১৫ মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তাঁদেরকে এই সংবর্ধনা প্রদান করে।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। বিদায়ী শিক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক ড. এ কে মনোওয়ার উদ্দিন আখতারুন্নেছা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল বাসার, অধ্যাপক মিসেস সেলিমা বেগম ও অধ্যাপক ড. হামিদা খানম, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মাহবুব-ই-সাত্তার, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রোকেয়া বেগম, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল মান্নান, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ নাজমুল করিম চৌধুরী, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক, ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আলম ও অধ্যাপক ড. এ কে মনোওয়ার উদ্দিন আহমদ, ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সেকুল ইসলাম ও অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড.

আহমদ, অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী, অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক এবং অধ্যাপক ড. দিলরুবা হক।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ হলেন- আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মিসেস রাহেলা বানু ও অধ্যাপক এ কে এম ওয়ালিউল ইসলাম, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. ইউসুফ আলী মোল্লা, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ও অধ্যাপক ড. মোঃ আজিজুর রহমান, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলরুবা হক, বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোঃ জালাল উদ্দিন, আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মোঃ আবদুল্লাহ, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোঃ আবু তাহের, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আলেয়া মাওলা, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম ইমামুল হক ও অধ্যাপক ড. মোঃ শাহজাহান চৌধুরী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. ইফতিখার-উল-আউয়াল, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মিসেস রাশিদা আখতার খানম, সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. আ ন ম রইছ উদ্দিন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল হাশেম, প্রিন্টমেকিং বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ইকবাল আহমদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিদায়ী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান বিতরণ করেছেন, চাকুরীর নিয়মে আপনারা অবসরে যাচ্ছেন কিন্তু আপনাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক সবসময় থাকবে। সম্পর্কের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নেই। সম্পর্কের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে ভালবাসা। তাই সম্পর্ক স্থাপন, সম্পর্ক চর্চা ও সম্পর্ক ধরে রেখে আমাদের দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫